ছোটোদের কবিতা সংকলন

বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরে

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মানবতা	৯
রাতের সফর	১০
দেখে-শুনে	১১
বিপদ এলে	১২
আকাশ-মাটি	১৩
বোশেখ মাসে	১৪
আকাশ নীলে	১৫
মোহিনী ফাঁদ	১৬
স্বপ্নউড়ান	১৭
ক্রিকেটপ্রেমী	১৮
রামধনুটা	১৯
ফুটকির দুঃখ	২০
ছোট্টোসোনা	২১
সোনার বিলে	২২
মিষ্টিমধুর	২৩
হারিয়ে গেছি	২৪
কাছেই আছে	২৫
বন্দীদশা	২৬
চাঁদনি	২৭
চাইলে মানুষ করতে পারে	২৮
ভালো লাগা খুঁজতে হবে	২৯
ইচ্ছেকথা	৩০
ছড়াবৃষ্টি	৩১
সমব্যথী	৩২
সবসেরা বিস্ময়	৩৩

প্রশ্নমালা	৩৪
পুজোর আভাস	৩৫
রত্নখনি	৩৬
দূষণ কমাও	৩৭
ইচ্ছেডানা	৩৮
পুজো আসে পুজো যায়	৩৯
তোরাই পারিস	৪০
অবাক গ্রহ	৪১
নজরুল নজরুল	৪২
থাকিস কুঁড়ি	৪৩
স্বপ্নবেলা	৪৪
পরিচয়	৪৫
বাঁচার উপায়	৪৬
বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরে	৪৭

মানবতা

অঙ্কুর থেকে চারাগাছ হয়, জেগে ওঠে মাটি ফুঁড়ে
সবুজ পাতায় শাখা-প্রশাখায় হেসে ওঠে রোদ্দুরে।
ছোটো ছোটো কুঁড়ি দোল খায় মৃদু বাতাসের ছোঁয়া পেলে,
কুঁড়ি থেকে ফুল সুবাস ছড়ায় বাহারি পাপড়ি মেলে।
তোমরা ছোটোরা ছোটো চারাগাছে স্বপ্নের ফুলকুঁড়ি,
রাঙাবে আকাশ, ছড়াবে সুবাস, দেওয়ালির ফুলঝুরি!
কেউ হবে কবি লেখক শিল্পী, কেউ হবে শিক্ষক
কেউ হতে পারো বিজ্ঞানী, কেউ সমাজের রক্ষক!
রাজনীতিবিদ সমাজকর্মী—নানান পেশায় যুক্ত
সুবাস ছড়াবে সেই বেশি বেশি মন যার যত মুক্ত!
হোক সে হকার কৃষক-শ্রমিক, চালাক রিকশা-গাড়ি
পেশা যাই হোক, মানুষ আসলে হৃদয়ের কারবারি!
যার আছে যত মানবতাবোধ সেই তত বড়ো ধনী
ফিকে তার কাছে অর্থ ক্ষমতা হাজার রত্ন-মণি!

রাতের সফর

সবাই যখন গভীর ঘুমে জেগে শুধু কালপুরুষ
পক্ষীরাজের লাগাম ধরে আমি তখন বীরপুরুষ!
ঝড়ের বেগে ছুটছে ঘোড়া পেরিয়ে গ্রাম শহর মাঠ
দৈত্য-দানব চোর-বদমাশ পালায় ছুটে ভয়েই কাঠ।

চলতে চলতে হঠাৎ দেখি, তারাপদ বাইছে নাও
অবাক হেসে বলল ডেকে, বন্ধু আমায় সঙ্গে নাও।
বলি, তুমি পালিয়ে বেড়াও কীসের খোঁজে কীসের টানে!
বলল, তাকে যায়না দেখা ডাক দিয়ে যায় ভেতরপানে।
অন্ধকারের আড়াল ঠেলে দাঁড়িয়ে অমল জানলা ধরে
বলল, আমি বাইরে যাব নেবে তোমার সঙ্গী করে!
বলি, তোমার শরীর খারাপ পথের ধকল সইবে না
বলল, তোমার সঙ্গে আড়ি কেউ কি আমায় বুঝবে না!

হি হি করে হাসছে কে! ও আমাদের ফটিক নাকি!
বলছে, আমার মাকে বোলো হয়নি ছুটি দিইনি ফাঁকি!
দাঁড়ায় যেন নদীর ঘাটে সূর্য ডোবার সময় হলে
দেখবে আমি মানুষ হয়ে আসছি ফিরে মায়ের কোলে।

ভোরের আলো ফুটছে সবে ভাবছি এবার ফিরতে হবে
শুনতে পেলাম মিনির গলা, কাবলিওলা আসবে কবে!
পেস্তা বাদাম মুড়কি মেওয়া কিচ্ছু আমার লাগবে না
খোখির সাথে আগের মত আর কি গো সে খেলবে না!

লাগাম কষে ছোটাই ঘোড়া পেরোয় সাগর পাহাড় বন
কত কিছুই দেখা হল ফিরতে তবু চায় না মন!
রাত ফুরোলে সকাল হবে দিন ফুরোলে আবার রাত
ঠিক যেন কোন বাজিকরের তাক লাগানো বাজিমাত!

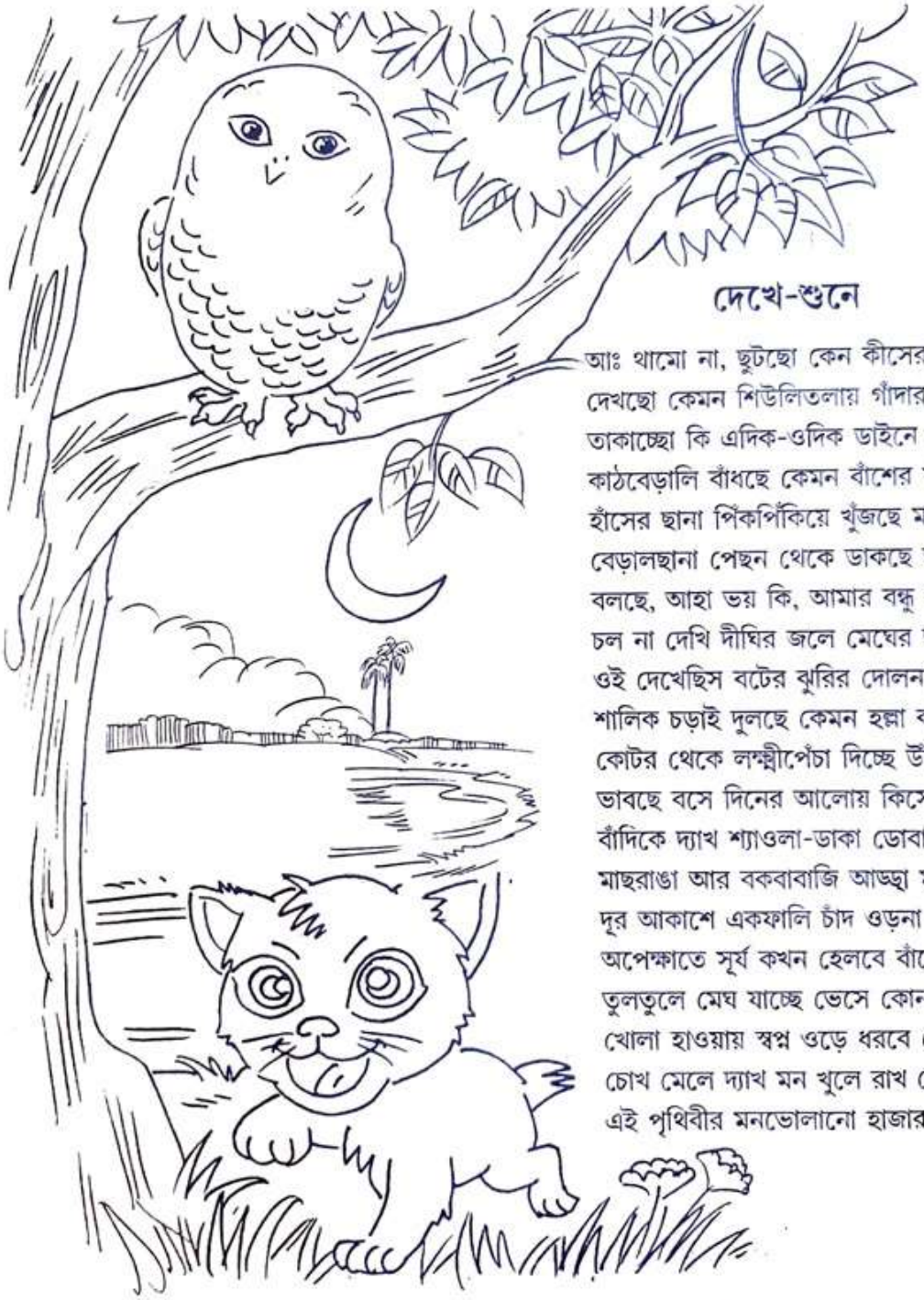

দেখে-শুনে

আঃ থামো না, ছুটছো কেন কীসের তাড়া!
দেখছো কেমন শিউলিতলায় গাঁদার চারা!
তাকাচ্ছো কি এদিক-ওদিক ডাইনে দ্যাখো
কাঠবেড়ালি বাঁধছে কেমন বাঁশের সাঁকো!
হাঁসের ছানা পিঁকপিঁকিয়ে খুঁজছে মাকে
বেড়ালছানা পেছন থেকে ডাকছে তাকে।
বলছে, আহা ভয় কি, আমার বন্ধু হবি!
চল না দেখি দীঘির জলে মেঘের ছবি!
ওই দেখেছিস বটের ঝুরির দোলনা ধরে
শালিক চড়াই দুলছে কেমন হল্লা করে!
কোটর থেকে লক্ষ্মীপেঁচা দিচ্ছে উঁকি
ভাবছে বসে দিনের আলোয় কিসের ঝুঁকি!
বাঁদিকে দ্যাখ শ্যাওলা-ডাকা ডোবার ধারে
মাছরাঙা আর বকবাবাজি আড্ডা মারে!
দূর আকাশে একফালি চাঁদ ওড়না গায়ে
অপেক্ষাতে সূর্য কখন হেলবে বাঁয়ে!
তুলতুলে মেঘ যাচ্ছে ভেসে কোন বিদেশে
খোলা হাওয়ায় স্বপ্ন ওড়ে ধরবে কে সে!
চোখ মেলে দ্যাখ মন খুলে রাখ দেখবি সবই।
এই পৃথিবীর মনভোলানো হাজার ছবি!

বিপদ এলে

একটা শালিক একটা টিয়া ভিজছে বসে গাছের ডালে
ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে গেছে বাসা তাদের কাল বিকালে।
বৃষ্টিবাদল থামলে তবেই বাঁধবে বাসা নতুন করে
বলছে টিয়া, ততদিনে বাঁচব বলো কীসের জোরে!
বলল শালিক, ধৈর্য রাখো এমন বাঁচা নতুন তো নয়
প্রতি বছর বর্ষা এলে এমন বিপদ কত না হয়!
খুশির ওড়া নীল আকাশে খুশি আনে বসন্তকাল
ছোট্টো চাওয়া ছোট্টো পাওয়া—এই আমাদের খুশির হাল!
বলল টিয়া, শুনেছি ভাই বনে নাকি খুশির ঢল
যে যার মত ঘোরে-ফেরে স্বাধীনতায় নেই আগল!
লোকালয়ে নেই কোনও সুখ চলো এবার বনেই যাই
বলল শালিক, ভাবছ কেন বনে কোনো বিপদ নাই?
তোমার চেয়ে সবল যারা তারা তোমায় ছাড়বে কি!
সুযোগ পেলেই মটকাবে ঘাড় কোনো ওজর মানবে কি!
বিপদ দেখে ভয় পেয়ো না আসুক যত বিপর্যয়
বন্ধু হয়ে থাকব পাশে ভয়কে সবাই করব জয়।